বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Common Errors made by Assessors

অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনার সময় অ্যাসেসর প্রায়শই কিছু সাধারন ভুল করে থাকেন।

The Halo Effects/ Horn Effect

অনেক সময় অ্যাসেসর ক্যান্ডিডেটের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা আগ্রহের কারনে পজেটিভ বিচার করেন। যেমন, অ্যাসেসর ও ক্যান্ডিডেট দুজনেই একই কলেজে পড়াশোনা করেছেন, বা একেই এলাকার মানুষ, বা দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব বা আত্মিয়তার সম্পর্ক আছে, অথবা ক্যান্ডিডেট অ্যাসেসরের পছন্দের ব্যাক্তি; এমন যেকোন কিছু হতে পারে। এধরনের ত্রুটিকে বলে The Halo Effects।

এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে। ক্যান্ডিডেটের সাথে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা বিরোধের কারনে অ্যাসেসর অনেকসময় নেগেটিভ বিচার করেন। এধরনের ত্রুটিকে বলে The Horn Effects। অ্যাসেসমেন্ট চলাকালীন সময়ে অ্যাসেসরকে সকল সম্পর্কের উর্ধ্বে থাকতে হয়। অ্যাসেসমেন্টের মূলনীতি মেনে নিয়ে সকল ক্যান্ডিডেটের প্রতি সুবিচার করতে হয়।

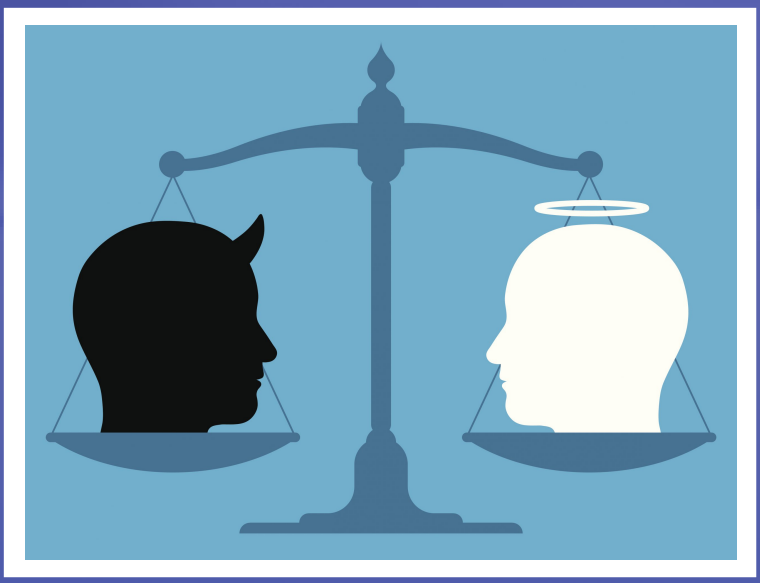

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Common Errors made by Assessors

Failing to Record

অপর্যাপ্ত পরিকল্পনার কারনে বা রেকর্ড সংরক্ষনে গুরুত্ব কম দেয়ার কারনে অ্যাসেসর অনেক সময় সঠিক পর্যবেক্ষণ করতে ব্যার্থ হয়। অনভিজ্ঞতার কারনে বা যথেষ্ট প্রস্তুতি না থকায় ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি খেয়াল করতে পারেনা, বিশেষ করে যখন একসঙ্গে অনেক ক্যান্ডিডেটের অ্যাসেসমেন্ট গ্রহন করা হয়।

অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে রেকর্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। যদি ভুলক্রমে অ্যাসেসর রেকর্ড না রাখে, তবে ফলাফল তৈরীর সময় স্মৃতির উপর ভরসা করে রেকর্ড কমপ্লিট করতে হয়, যা সবসময় সঠিক হয়না। এতে অ্যাসেসমেন্টের রেজাল্ট হয় ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই অ্যাসেসরকে রেকর্ড সংরক্ষণে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়।

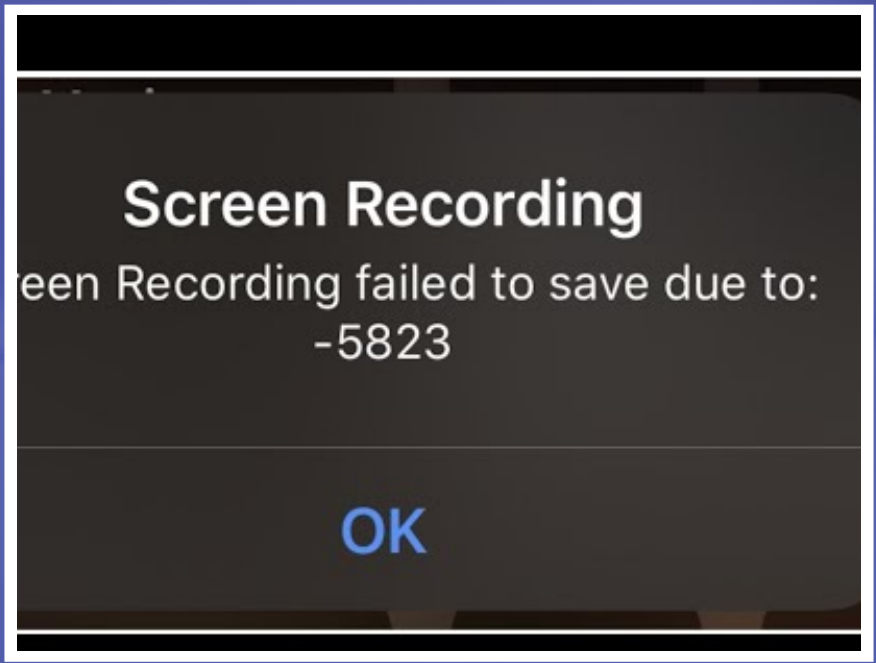

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Common Errors made by Assessors

Marking Down the Middle

ক্যান্ডিডেটকে পুরো কথা বলতে বা ব্যাখ্যা দিতে না দেওয়া, কথার মাঝে থামিয়ে দেয়া। মাঝপথে ক্যান্ডিডেটকে থামিয়ে দিলে, কথা বলতে না দিলে প্রকৃত সত্য বা তথ্য বেরিয়ে আসবেনা। ক্যান্ডিডেটের প্রতি সুবিচারও করা সম্ভব হবেনা। তাই অ্যাসেসরকে অবশ্যই একজন ভালো শ্রোতা হতে হয়। ক্যান্ডিডেটের কথা পুরোটা শুনতে হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Common Errors made by Assessors

Overlooking Cheating

অ্যাসেসমেন্টের সময় ক্যান্ডিডেট অসদুপায় অবলম্বন করলে অ্যাসেসর সেটি দেখেও না দেখার ভান করেন। কখনও ব্যক্তিগত আগ্রহের কারনে, কখনও বা বাইরের কারও হুমকিতে বা চাপে পড়ে অ্যাসেসর এমনটি করে থাকেন।

একজন অ্যাসেসরের এমনটি করা মোটেই উচিৎ নয়।

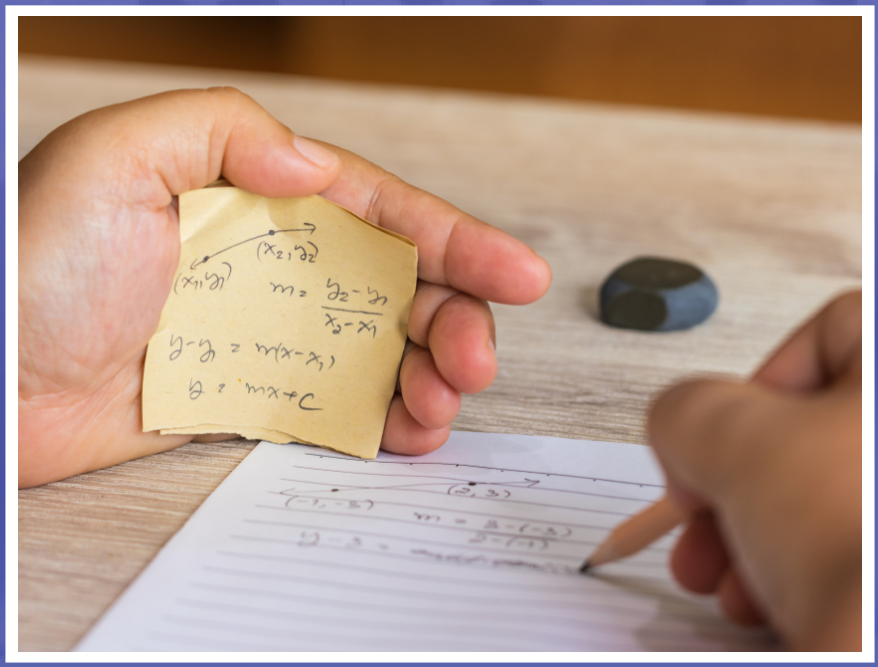

এছাড়া অ্যাসেসমেন্ট চলাকালীন সময়ে অনেক সময় অ্যাসেসর

- পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন।
- পছন্দের পক্ষকে প্রশ্রয় দেয়া শুরু করেন।
- আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকেন।
- এমনভাবে অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করেন যে, এক পক্ষ সুবিধা ভোগ করে, অন্য পক্ষ অসুবিধায় পড়ে যায়।